Belles-Lettre 2023, Vol. 1, pp. 104-113

মার্কসীয় সমাজতন্ত্র ও ভারতীয় সমাজ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ

সফিউল ইসলাম খান

মানব সমাজ বিকাশের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উল্ল্যেখ পাওয়া যায় সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও তার বণ্টন পদ্ধতির বস্তুগত বিশ্লেষণের মধ্যে, এবং এই কৃতিত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে মার্কসবাদীদের দাবিকেই এগিয়ে রাখে কারন ইতিহাসের সঠিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তাঁদের ধারণাতেই পওয়া যায়। এই বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্যই ছিল সমাজ বিকাশের ইতিহাসে পর্যালোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থার রুপরেখা সম্পর্কে ধারনা দেওয়া। "বিশেষ করে এঙ্গেল্স আলোচনা করেছেন, কীভাবে ফরাসী বিপ্লবের উত্তরকাল পর্বে বুর্জোয়া সমাজের গর্ভে শ্রমিক ও কৃষকের দুর্দশা দূর করার স্থায়ী লক্ষ্য নিয়ে এক কল্যাণময় সমাজের স্বাপ্নিল কল্পনা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারনার"[১]। যদিও জার্মান সংশোধনবাদ মার্কসীয় চিন্তাকে একটি বৌদ্ধিক চিন্তার খোরাক হিসেবে মেনে নিলেও এর দৃষ্টবাদী ধারনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, অবশ্য তাঁরা মার্কসীয় চিন্তার ধারাবাহিকতার বিষয়ে সদর্থক ধারনা পোষণ করতেন। "সোরেল ঐতিহাসিক অনিবার্যতার সমালোচক ছিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রকে মূলত নৈতিক নীতি হিসাবে বর্ণনা করেন, কারন সমাজতন্ত্র পৃথিবীতে মানবিক কার্যকলাপকে নতুন ভাবে বিচার করে"[২] রুশ বিপ্লবের সাফল্য মার্কসবাদী পার্টির মতাদর্শ ও কৌশল বিদ্যমান কোন ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য কতটা জরুরী তা প্রমান করলেও স্বাতঃস্ফূর্ততা ও বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মতাদর্শের সামঞ্জস্যের অভাব কিভাবে ব্যার্থ হতে পারে তার দৃষ্টান্তও ইতিহাসে কম নেই. "মার্কস এঙ্গেলস্ের ১৮৪৮ সালের যে ঘোষণা যে ইউরোপে শ্রমিক বিপ্লব আসন্ন প্রায় এবং জার্মানি ফ্রান্স ইংল্যান্ড হল্যান্ড ইত্যাদি উন্নত দেশগুলিতে যেকোনো দিন বিপ্লবী আন্দোলন ফেটে পড়বে–ভূল প্রমানিত হয়েছে। ফ্রান্সে যদি বা প্যারী কমিউনের মাধ্যমে ১৮৭১ সালে একটা গণ অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটেছিল এবং শ্রমিক বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা অচিরেই ব্যার্থতায় পর্যবসিত হয়"[৩]

কোন একটা দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের জন্য যেটা জরুরী তা

....

সহকারী আধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ, নদিয়া।

হল সামাজিক ক্ষেত্রে বিপ্লব, এ প্রসঙ্গে রোজা লুক্সেমবার্গের বক্তব্য হল কিছুটা এইরূপ "বিপ্লবের অর্থ বিপ্লবী নেতাদের ক্ষমতাই অধিষ্ঠিত রাখার জন্য গনতান্ত্রিক অধিকারকে সীমিত করে স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা নয়,বরং তা হবে স্বাধীনতা অর্জনের জনপ্রিয় আন্দোলন"[৪] সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক ক্ষেত্রে উৎপাদন ও সামাজিক সম্পদের নিদৃষ্ট বন্টন পদ্ধতি অনুসরনের মাধ্যমে নতুন সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে শাসকের শ্রেনি চরিত্রের পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্র তৈরি করা। "ওটো বাওয়ারের বিশ্লেষনে সামাজিক বিপ্লব হল মূলত সামাজিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া এবং তার পরেই রাজনৈতিক বিপ্লব তথা শ্রমিক শ্রেনির কর্তৃক ক্ষমতা লাভ হয়ে থাকে"[৫] ঠিক এই জাইগাতেই ভারতীয় সমাজে সামাজিক বিপ্লবের ধারনাটি প্রাসঙ্গিক কেননা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় গান্ধীজী সামগ্রীক মানবিক মুক্তির লক্ষে ভারতবাসীর আত্মিক জাগরনের বিষয়টিকে সামনে রেখে স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে তেমন তাড়া না দেখিয়ে জনগনের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সামাজিক বিপ্লবের উপর বেশি জোর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যাতে স্বাধিনোত্তর ভারতে আবারও কোন শ্রেণি শাসন প্রতিষ্ঠা না হয়।

একদিকে বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে ইউরোপের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সমৃদ্ধি অপরদিকে বিশ্বব্যাপী পুঁজির অবাধ চলাচল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিকাশ উপনিবেশিক শাসনের বাড়বাড়ন্ত পরাধীন দেশগুলির জনমানসে যে বৈপ্লবিক শক্তির সঞ্চার করবে তাকে সঠিক দিশা দেখানোর প্রয়োজন, এক্ষেত্রে মতাদর্শের পাশাপাশি সু-নির্দিষ্ট কৌশলও অবলম্বন করতে হবে। এক্ষেত্রে টম বটমোর তাঁর মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব গ্রন্থমালাতে হিলফারডিঙ এর "A Study on the most recent development of capitalism" থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামনে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জগুলিকে। যেমন যৌথ মালিকানার কেন্দ্রিকরন, শিল্পপুজি ও ব্যাঙ্ক পুঁজির মেলবন্ধন, পুঁজিবাদী দুনিয়ার অন্তরদ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদের প্রসার প্রভৃতি এই সমস্থ কিছুকে একসাথে মোকাবিলা করার জন্য অবশ্যই এর বিপরীতে একটি বলিষ্ঠ রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত দর্শন প্রয়োজন, এই দর্শনের চাহিদা পুরনের দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে সমাজ বিকাশের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি। যেখানে ঐ সমস্থ সমস্যার সমাধানকল্পে বেশ কিছু তাত্ত্বিক কাঠামোকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে যার মূল মন্ত্রগুলির সারমর্ম হল সামগ্রিক মানবিক মুক্তির স্বার্থে পুঁজিবাদের বিকল্প আধিপত্য তৈরি করা।

মানুষের জন্য শোষণমুক্ত সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার স্বার্থে গান্ধীজী

স্বাধীনেত্তর ভারতে বিভিন্ন কর্মসূচীর কথা বলেছেন বিশেষ করে গ্রামীন গনতন্ত্রের বিকাশ ও মানুষের স্বনির্ভরতা, কুটির শিল্পের অগ্রগতি, অপরদিকে স্বাধিনোত্তর ভারতে রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে জওহরলাল নেহরুর চিন্তা ছিল বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের নীতিগুলিকে কাজে লাগানো, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ভারি শিল্প, পুঁজি নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে বাজারের উপর ভরসা করা প্রভৃতি। উদ্দেশ্যের দিক থেকে দুজনের মধ্যে তেমন পার্থক্য না থাকলেও উভয়ের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য ছিল যদিও তা কখনই প্রকাশ্য মতবিরোধের জায়গা তৈরির সুযোগ পায়নি। “পার্লামেন্টিয় গনতন্ত্রের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আর মিশ্র অর্থনীতির অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে মিলিয়ে নেহরু ভারতের উন্নয়নের এক তৃতীয় ধারাকে পেশ করেন”[৬] এক্ষেত্রে তিনি কোন সিণ্ডিক্যালপন্থী প্রক্রিয়া অনুসরন করেননি বা কঠোর ভাবে মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের তাত্ত্বিক দিকগুলিকে অনুসরন করার চেষ্টা করেননি। তিনি যেটা করেছিলেন তা হল সময় পরিস্থিতি ও দেশের সমসাময়িক চাহিদাকে সামনে রেখে সমাজতন্ত্রের ভারতীয়করন, যেখানে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের সংশোধনবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছিল। তাই জর্জ সোরেল বা এডওয়ার্ড বার্নস্টাইন যদি জার্মান সংশোধনবাদী হন সেক্ষেত্রে নেহরুকে নিঃসন্দেহে ভারতীয় সংশোধনবাদী বলা যায়।

রোজা লুক্সেমবার্গের রাজনৈতিক রচনা সংকলন থেকে জানা যায় যে তিনি বলেছেন “বুর্জোয়া গনতন্ত্র বজায় থাকার উপর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতি নির্ভর করে এমনটা নয়, বরং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন কতটা জোরদার তা-ই দিয়ে ঠিক হয় গনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ”[৭] একদিকে সংশোধনবাদীদের সংস্কারকামী মানসিকতা ও রোজার সামাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্যের মধ্যে দিয়ে গনতন্ত্রের সাফল্যের বিষয়টি নেহরুর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল, সেখান থেকেই ভারতীয় গনতান্ত্রিক কাঠামর মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক কার্যকলাপের সূত্রপাত যে হয়নি সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায়না। “সংসদীয় পথে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ অর্জনের লক্ষ্য সহ ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও উদারবাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ হল ইউরো-কমিউনিজমের লক্ষণীয় প্রবণতা। পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশে এই ধারণা রীতিমতো জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁদের অভিন্ন কর্মসূচিতে স্পষ্টতই মেনে নেওয়া হয় যে, সর্বহারার সর্বাধিপত্যের আদর্শটি ইতিহাসের একটি বিশেষ মুহূর্তের আবিষ্কার, বর্তমান পৃথিবীর বাস্তবতায় সংসদীয় গনতন্ত্রের পথ ধরেই সমাজতন্ত্রে পৌঁছাতে হবে,”[৮] মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের মূল উপজীব্য বিষয় হল পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য বা শাসন

যেখানে সাধারন খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে যাবতীয় প্রশাসনিক ক্ষমতার বিন্যাস হবে। সমস্থ রকম শাসন শোষণের বাইরে এসে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থেই উৎপাদন ও সম্পদ বন্টনের ব্যবস্থাকে সাজানো হবে, মার্কসবাদের এই সাম্যের আদর্শ নেহরুকে প্রভাবিত করেছিল। আবার ব্রিটেনে থাকাকালীন সেখানকার উদারনৈতিক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে, সেক্ষেত্রে উদারনীতিবাদের আদর্শ ও সমাজতন্ত্রের জনমুখী ভাবনার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে পড়েন। এর সঙ্গে সংযোজন হয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে দীর্ঘকাল ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী শাসনের তীক্ত অভিজ্ঞতা, যা তাঁকে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকতে উৎসাহিত করে। "জওহরলাল জানালেন বিশ্বের সমস্যা ও ভারতের সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি হল সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র ছাড়া দেশের মানুষের দারিদ্র, বেকারত্ব, অধঃপতন এবং পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি নেই। সমাজতন্ত্র হল নতুন সভ্যতা, 'a vital creed' যাকে হৃদয় ও মস্তিষ্ক দিয়ে তিনি তুলে ধরতে চান"[৯] যুগের চাহিদা ও বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমাজতন্ত্রের ভারতীয়করন করতে চেয়েছিলেন অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্যে দিয়ে, তাই পরিকল্পিত অর্থনীতি ও উন্নয়নের কৌশল হিসেবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্যোগ ও ভারি শিল্পে রাষ্ট্রীয় উদ্দ্যোগের বিষয়গুলি অগ্রাধিকার পেয়েছিল। মিশ্র অর্থনীতির কৌশল অবলম্বন করে গনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই সমাজতন্ত্রের মূল নীতিগুলিকে পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কার্যকরী করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আর এভাবেই "পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হল, ধার্য পরিকল্পিত পথে অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিকে সামনে রেখে ব্যাক্ত হল পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার অর্জনের ইচ্ছা"[১০]

ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার আরো একজন যুগনায়ক হলেন ভূপেন্দ্রানাথ দত্ত যার দেশ সেবা শুরু হয়েছিল বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে। অবশ্য পরিণত বয়েসে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের প্রতিই আগ্রহী হয়েছিলেন।"বিপ্লবী সান্ত্রাসবাদ ভুপেন্দ্রনাথের প্রাথমিক আকর্ষণ হলেও পরবর্তীকালে মার্কসবাদ তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রই হয়েছে তাঁর ভারত গঠনের মহামন্ত্র। ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অর্থনৈতিক ব্যাক্ষাই হল তাঁর ভারত সম্পর্কিত ভাবনার মৌল দৃষ্টিভঙ্গি,"[১১] কারণ মার্কসবাদীদের মতো তিনিও উপলদ্ধি করেছিলেন যে শুধুমাত্র আকস্মিক ভাবে হিংসাত্মক উপায়ে শাসন ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তনের থেকেও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ওনেক বেশি ফলপ্রসু এবং অর্থনীতিই সমাজের প্রধান নিয়ন্ত্রক শক্তি। যদিও তাঁর

সমাজতান্ত্রিক ভাবনা কংগ্রেসে তেমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় লেনিনের পদাঙ্ক অনুসরন করে কৃষক আন্দোলনের মধ্যেই আপন প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন কারন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার প্রয়োজন। অপরদিকে ভারত হল কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দেশ তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন কৃষক ও কৃষি ব্যবস্থার খোলনলচে বদলানো, তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন এখানে একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক সাংস্কৃতি অন্যদিকে গনতান্ত্রিক অর্থনীতিই সমস্থ শোষণ ব্যবস্থার বাহক যেটিকে আগে ভাঙা দরকার। “কারাচী অধিবেশনে পেশকরা ভুপেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে শ্রমিক-কৃষকের অধিকার সম্পর্কে যে ভাবনা পেশ করা হয়েছিল তার আবেদন ঐতিহাসিক। শ্রমিকের সংঘ গঠনের দাবি, ধর্মঘটের অধিকার, শ্রমিক লীগ গঠনের প্রস্তাব, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, মূল শিল্পগুলির রাষ্ট্রীয় মালিকানা –এইসব বিষয়ে ভুপেন্দ্রনাথ যে সব বক্তব্য রেখেছিলেন তা এককথায় অসাধারণ”[১২]

ভারতীয় সমাজে সমাজতান্ত্রিক ভাবনার আরও একজন পরিচিত মুখ হলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, কারন ভারতীয় সমাজে সত্যিকারের কোন মার্কসীয় ঘরানার দল গঠন বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদ্যোক্তার কথা বললে তাঁর নাম উল্লেখ করতেই হয়। তিনি বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতি শ্রমিক আন্দোলন ও মার্কসীয় দর্শনের প্রয়োগ খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন, তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতীয় সমাজের শ্রেনির চরিত্রের সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংগ্রামী পথে ঐ শ্রেনিকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল “If the awakening working-class is not led on to the Revolutionary path according to its class interest. This is a task which appears to be beyond the wisdom and sagacity of the Nationalist leaders, and naturally calls for a political party at the working class”. [১৩] তিনি তাঁর নয়া সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও নয়া মানবতাবাদী ভাবনায় জাতীয় মুক্তি উৎপাদন ও বণ্টনের রাষ্ট্রীয় মালিকানার মধ্যে দিয়ে মানুষের কাজের অধিকার সুনিশ্চিত করা ও বিশ্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য কাজের দর্শন ও সত্যের জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়েই সামগ্রিক মানবিক মুক্তি সম্ভব বলে মনে করতেন। পরিস্থিতির স্বাপেক্ষে মার্কসীয় চিন্তা চেতনার সঠিক ব্যবহারের দিশা দেখাতে গিয়ে প্রথা ভাঙার রীতি তিনিই চালু করেছিলেন, কারন পরিবেশ পরিস্থিতি উপেক্ষা করে মার্কসবাদের যান্ত্রিক প্রয়োগকে (Dogma) মার্ক্সবাদের বিচ্যুতি বলেই মনে করতেন। “মার্ক্সের শ্রেনীদ্বন্দ্ব বা

বিপ্লব বিষয়ে মতবাদ বা শ্রমিকের একনায়কত্বের ভাবনা পরবর্তীকালে কার্যকর নয় বলেও তিনি মনে করেছেন। রাষ্ট্রের অবসান বা বিদায়ের তত্ত্বটিও পরবর্তীকালে তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। আদিম যুগে ফিরে না গেলে রাষ্ট্র যে আর অন্তর্হিত হবে না একথাও তিনি বুঝেছেন। মার্কসের সমষ্টিবাদ ও মানবতাবাদের মধ্যে তিনি দেখেছেন বৈপরিত্য" [১৪] ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন একদিকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণের করুন সামাজিক অবস্থা, অপরদিকে সোভিয়েত ও চীনে সমাজতন্ত্রের নামে পার্টির একচ্ছত্র আধিপত্য সাধারন মানুষের স্বাধীনতা ফেরানোর বদলে মুষ্টিমেয় কিছু নেতৃত্বের সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গণমুক্তির দোহায় দিয়ে সর্বহারা শ্রেণিকে উপহার দিয়েছিল একরাশ হতাশা ও পার্টির একনায়কতন্ত্র। এগুলি সবই ছিল রায়ের কাছে প্রকৃত রুপেই মার্কসবাদী বিচ্যুতি, যা সাধারণ নিপীড়িত মানুষকে গভীর হতাশার দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

আচার্য নরেন্দ্রদেব ছিলেন ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক ভাবনার প্রধান প্রবক্তা যিনি মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে জাতীয় কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন কেননা কংগ্রেসের নরমপন্থী মনোভাব সমকালীন অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি সঞ্চার করতে কতটা সক্ষম সে বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। "কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রীদের কাছে প্রথম থেকেই সমাজতন্ত্র একটি প্রত্যায় বা বিশ্বাসী ছিল মাত্র, এটিকে মৌলিক বা চূড়ান্ত ভাবনা বলে মেনে নেবার কোন কারন নেই"[১৫] এমনকি এটাও উপলদ্ধি করেছিলেন যে জাতীয়স্তরে গনবিপ্লব সংগঠিত করতে গেলে শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে মতাদর্শগত ধ্যান-ধারণা ও বিপ্লবের অন্তিম লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট রুপরেখার সন্ধান থাকা অবশ্যক। অবশ্য তিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অন্ধ অনুসরণকারী ছিলেন না এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল, "The oppressed class of society, who have to win power, cannot afford to be consciously altruistic and they need to be class consciousness, because without developing a scene of class solidarity, it is not possible for them to have an effective organization which alone can win power for them"[১৬] এখন প্রশ্ন হল ভারত কৃষি নির্ভর মাঝারী অর্থনীতির প্রাকিতিক সম্পদে ভরপুর একটি ইউরোপীয় উপনিবেশ যেখানে পুঁজিবাদ বা শিল্প কারখানার ব্যাপক বিস্তার হয়নি এমন পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী পুঁজি শ্রম ও পণ্যের অবাধ আদান প্রদানের ফলে কোন দেশের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আলাদা একটি একক হতে পারেনা, বরং

সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে সমগ্র বিশ্ব ভূখণ্ড আজ একটিই অর্থনৈতিক কারকে পরিনত হতে যাচ্ছে তাই বিপ্লব শুধুমাত্র শিল্পোন্নত দেশেই আগে ঘটবে তাঁর কোন সারবত্তা নেই। বিপ্লবের বিষয় ও বিষয়ীগত শর্ত পূরণ করতে পারলে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তেই বিপ্লব সংগঠিত হতে পারে। ভারতে প্রথমটির উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে, এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান কাজ হবে জনগনের মধ্যে সঠিক রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে নিজেদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে মার্কসের বাতলানো পদ্ধতিকে সামনে রেখে সঠিক নীতি অবলম্বন করতে হবে, একমাত্র বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি ও সঠিক কর্মপন্থাই সমাজতন্ত্রের পথে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা নয় বরং কংগ্রেসের মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার বিস্তার ঘটিয়ে ঢেলে সাজাতে হবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করার স্বার্থে। আচার্য নরেন্দ্রদেবের ভাবনার একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে ছিল কৃষক সমস্যা ও কৃষকদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, কারন তিনি মনে করতেন কৃষিভিত্তিক ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষকদের সমস্যার সমাধান ব্যতিত অর্থনৈতিক বিষয়গুলির সুষ্ট মীমাংসা হবেনা বা মানুষের জীবনযাত্রার মানেরও কোন গুনগত উন্নতির হবেনা। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র সাম্য যাই বলিনা কেন সবেরই নিয়ন্ত্রক হল সমাজের ভিত্তি (base) বা অর্থনীতি, সুতরাং ভিত্তিতে পরিবর্তন না আসলে সামাজিক কাঠামোতে তেমন কোন পরিবর্তন আসবেনা।

অন্যান্য ভারতীয় সমাজবাদী চিন্তকদের মতো রাম মনোহর লোহিয়াও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বিতাড়িত করে ভারতের নিজস্ব আঙ্গিকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর কাছে মূল অনুপ্রেরণা ছিল মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক ভাবনা ও গান্ধিবাদী দর্শন যেখানে সাধারন খেটে খাওয়া মানুষের আর্থসামাজিক বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েই গ্রামীণ সমাজের আর্থিক সমৃদ্ধি ও সরকারী ক্ষমতার বিন্যাস ঘটবে। তিনি কখনই কঠোরভাবে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের কৌশলগুলিকে অনুসরনের কথা বলেননি। কেননা ইউরোপীয় সমাজে প্রধান দ্বন্দ্বটি ছিল পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে অথছ ভারতীয় সমাজে ঐ দ্বন্দ্ব একমাত্র পুঁজি ও শ্রমের ছিলনা, এর সঙ্গে ছিল সনাতন জাত-প্রথার বিভাজন ও তার কুফল যা একটি সামাজিক নিপীড়িত বর্গকে পুর্নাঙ্গ শ্রেণিতে রূপান্তরিত হতে দেয়নি। “He was not a traditional socialist and was against Marxism and Communist totalitarianism. He wanted the Indian socialist movement to be freed from Marxian thought and action. He was believer in Gandhian principle of non-violence and

played a great part in bringing up a synthesis between Gandhian and Marxian concept. His most effective contribution was to give a new meaning and method of action to make the socialist party the most effective weapons against the capitalist system. He used to say that communism and capitalism are two sides of the same coin which believe in centralization and suppression of human freedom and rights"[১৭] সুতরাং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করলেও সমাজের সব মানুষকে একই ছাতার তলায় আনা সম্ভব নয়। কারণ এই জাতব্যবস্থার কুফল ও অন্তঃদ্বন্দ্বের ফলে সামাজিক বর্গ নিজেই দ্বিধাবিভক্ত সেখানে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের প্রশ্নই ওঠেনা। ভারতের আর্থসামাজিক কাঠামো ও লড়াই দুটোই ভিন্নমুখী যার একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদী দুনিয়া অন্যদিকে জাতপাতের লড়াই, এই পরিস্থিতিতে প্রকৃত গনতন্ত্র প্রতিষ্টার ক্ষেত্রে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের কৌশল বা শ্রেনি চরিত্র ও বিপ্লবের ধারনা কার্জকরী নয় কারন এ প্রসঙ্গে তাঁর ভাবনা হল এইরকম "He was also of the view that the caste system was so deep-rooted in India that it would be hard to get rid of it even in a socialist set-up. Hence, he thought that the backward classes should be collectively trained in the tenets of socialism"[১৮] ভারতীয় সমাজের চাহিদার প্রক্ষিতে সমাজতন্ত্রের নতুন মডেল উদ্ভাবন করেছিলেন যেখানে মার্কস এঙ্গেলসের নীতি কর্মপদ্ধতির সঙ্গে গান্ধীজীর গ্রাম সমাজ ও সর্বোদয়ের ধারণার সংমিশ্রনে শোষণ মুক্ত সমাজ গঠনের কথা ভেবেছিলেন, যেখানে বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতিকে স্বীকার করলেও বৃহৎ পুঁজির আধিপত্যের বাইরে গিয়ে স্বনির্ভরতার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বৃদ্ধির কথা বলেছেন। তাঁর ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে সমাজের পিছিয়ে পড়া বর্গকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার যাতে তারা সমাজের মূল স্রোতে ফিরতে পারে। "He emphasized that people belonging to backward classes, Women, Harijans, Adivasis and the neglected minorities could achieve the level of the advanced, only when special opportunities were given to them"[১৯] অপরদিকে রাষ্ট্রকে শ্রেণিশত্রু না বলে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ব্যাপক অংশ গ্রহণের ধারণাকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। সমাজতন্ত্রের পশ্চিমী ধারণাকে পাশে ফেলে সমকালীন ভারতের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির স্বাপেক্ষে সমাজতন্ত্রের ভারতীয়করণের চেষ্টা করেছেন যেখানে

বিবেকানন্দের শূদ্র জাগরণ, মার্কসের মূলনীতি, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও সর্বদয়ের ধারণা প্রাধান্য পেয়েছিল। সমাজতন্ত্র তাঁর কাছে শুধুমাত্র একটা মতাদর্শই ছিলনা, ছিল নিপীড়িত মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যেখানে তত্ত্বের থেকেও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে সমাজের বাস্তব চাহিদা। কারন সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা তাঁকে এটুকু উপলব্ধি করাতে পেরেছিল যে সমাজতন্ত্রে নামে পার্টির একনায়কতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা কিংবা আমলাতান্ত্রিক শৃঙ্খলা কোনটাই গনতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়। তাই ভারতীয় আর্থসামাজিক সংস্কারের পক্ষে বলতে গিয়ে সংসদীয় গনতন্ত্রের মধ্যেই মানুষের মুক্তির পথ খুজে পেয়েছিলেন যেখানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যাক্তিগত ক্ষুদ্র উদ্যোগকে আরও বেশি করে তুলে ধরার কথা বলেছেন। উৎপাদন প্রক্রিয়াতে সামগ্রিক অংশগ্রহণ বাড়লে ব্যাপক হারে কর্মসংস্থান হবে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাড়বে, অপরদিকে জতীয় উৎপাদনে বৃহৎ বেসরকারি পুঁজির দৌরাত্ম কমবে। জাত-পাত নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যাক্তি মানুষ হিসেবে নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পেলে সামাজিক অর্থনৈতিক বিভাজনও নির্মূল হবে। এই স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ কঠোরভাবে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের কৌশল অবলম্বন তা তিনি কখনই বিশ্বাস বা প্রচার করেননি। "Though Dr. Lohia was a socialist, he did not consider himself to be a maxsist. He therefore, had a separate concept of the class conflict. But it does not mean that Dr. Lohia was unaware of international ideologies"[২০]

গ্রন্থপঞ্জি :

১. মুখোপাধ্যায়,অশোক. *মার্ক্সবাদ ও ফ্রেডরিক এঙ্গেল্স ফিরে দেখা'.* কলকাতা: বহুবচন প্রকাশনী. ২০১৯.পৃ-৬৩-৬৪

২. Bottomore, T. B. (১৯৯৩). *Marxist Sociology* (হিমাংশু ঘোষ, অনু.). কলকাতা: কে. পি. বাগচী. ১৯৭৫/১৯৯৩, পৃ. ৫৮

৩. মুখোপাধ্যায়, অশোক. 'মার্ক্সবাদ ও ফ্রেডরিক এঙ্গেল্স ফিরে দেখা'. কলকাতা: বহুবচন প্রকাশনী. ২০১৯.পৃ-১৬৯

৪. Bottomore, T. B. (১৯৯৩). 'Marxist Sociology' (হিমাংশু ঘোষ, অনু:.). কলকাতা : কে. পি. বাগচী. ১৯৭৫/১৯৯৩, পৃ.৭৮

৫. ঐ. পৃ.৭৯

৬. চক্রবর্তী, দেবাশিস. '*ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ধারা'.* কলকাতা : সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স. ১৯৯৭. পৃ-৪৫৮

৭. ভট্টাচার্য মালিনী (সম্পা) সমাজতন্ত্র নতুবা বর্বরতন্ত্র রোজা লুক্সেমবার্গের রাজনৈতিক রচনা সংকলন. কলকাতা: আর.বি এন্টারপ্রাইজেস. ২০২২. পৃ-১৮
৮. পাল পলাশ. *সর্বহারার সর্বাধিপত্য'.* প্রবন্ধ *প্যারিসের কমিউন কমিউনের দুনিয়া* '. কলকাতা: আর.বি.এন্টারপ্রাইজেস. ২০২২. পৃ-১১৭
৯. চক্রবর্তী, দেবাশিস. *ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ধারা,* কলকাতা: সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স. ১৯৯৭. পৃ-৪৭৩
১০. ঐ পৃ-৪৭৪.
১১. ঐ পৃ-৩৮৭
১২. ঐ পৃ-৩৮৫
13. Roy. M. N, Mukherjee, A. *India in Transition* Geneva: J.B.Target.1922. P. 141-142.
১৪. চক্রবর্তী দেবাশিস. *ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ধারা.* কলকাতা: সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স. ১৯৯৭. পৃ-৪১৭
১৫. ঐ. পৃ-৪২৯
১৬. Deva, A. *Narendra. Socialism and National Revolution* In Yusuf Meherally (Ed.). Bombay: Padma publications Ltd.1946. P-6
১৭. Dwivedy, S. (1990) 'Dr. Ram Monohor Lohia- The Great Socialist' in '*Dr. Ram Manohar Lohia Eminent Parliamentarians'* (Monograph) New Delhi: Lok Sabha Secretariat.1990. P.24.
১৮.Chaturvedi, J. Prasad. (1990) 'Dr. Ram Monohor Lohia as a Revolutionary' in '*Dr. Ram Manohar Lohia Eminent Parliamentarians'* (Monograph) New Delhi: Lok Sabha Secretariat.1990.p-30
১৯. Reddy, B. Satyanarayan. (1990) '*Dr. Ram Monohor Lohia and Socialism' in Dr. Ram Manohar Lohia Eminent Parliamentarians* (Monograph) New Delhi: Lok Sabha Secretariat.1990.p-19
২০. Chaturvedi, J. Prasad. (1990) *Dr. Ram Monohor Lohia as a Revolutionary* in 'Dr. Ram Manohar Lohia Eminent Parliamentarians' (Monograph) New Delhi: Lok Sabha Secretariat.1990.p-31